যায়যায়দিন

তারিখ 14 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

রাবিতে চাকরিবঞ্চিতদের অবরোধ : ভিসিকে গালি

রাবি প্রতিনিধি

জামায়াত-বিএনপিপন্থি কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ তুলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রশাসনিক ভবন ও ক্যাম্পাসের সব রুটের পরিবহন অবরোধ করেছেন চাকরি বঞ্চিত প্রার্থীরা।

একই সঙ্গে টাকা নিয়ে নিয়োগ না দেয়ায় উপাচার্যকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন তারা।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করেন চাকরি বঞ্চিত প্রার্থীরা এবং তাদের সমর্থিত রাজশাহীর ২৪, ২৬, ও ৩০ নাম্বার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধার গালি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

গালি : রাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সন্তান কমান্ডের নেতারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোমবার নজিরবিহীনভাবে কোনো রকম এজেন্ডা ছাড়াই বিজ্ঞাপিত ১২১টি পদের বিপরীতে স্থায়ীভাবে ১৪৬ জন ও অস্থায়ী ভিত্তিতে ২৭ জনসহ দলীয় ও পছন্দের ভিত্তিতে ১৭৪ জনকে চতুর্থ শ্রেণীর পদমর্যাদায় সাধারণ কর্মচারী নিয়োগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এরই প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন চাকরি বঞ্চিত প্রার্থী ও তাদের সমর্থিত স্থানীয় বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

প্রায় কয়েক দফা উপাচার্যের সঙ্গে তারা দেখা করে বিষয়টি সমাধানের দাবি জানান। এ সময় অনেক প্রার্থীই উপাচার্যকে ঘুষখোর বলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন।

পরে মতিহার থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে মহানগরীর ২৪, ২৬, ও ৩০ নাম্বার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের শতাধিক নেতাকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতারা দুপুরে বিভিন্ন রুটের বাস অবরোধ করে প্রশাসন ভবনের মূল ফটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এ সময় তারা উপাচার্যকে জামায়াত ও বিএনপিপন্থিদের তোষণ করে বিভিন্ন স্লোগান ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন।

পরে উপাচার্য চাপের মুখে বঞ্চিতদের সামনের সিন্ডিকেটে নিয়োগ দেয়ার আশ্বাস দিলে তারা অবরোধ তুলে নেন।

সিন্ডিকেট সদস্য ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. আমজাদ হোসেন যায়যায়দিনকে জানান, সোমবার বেলা ১১টায় সিনেট ভবনে ভিসি প্রফেসর ড. এম আবদুস সোবহানের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের অসাধারণ (এক্সট্রা অর্ডিনারি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের পূর্ব নির্ধারিত ১৬টি এজেন্ডার মধ্যে নিয়োগ-সংক্রান্ত কোনো এজেন্ডা না থাকলেও ভিসি আকস্মিকভাবে একপর্যায়ে বিবিধ এজেন্ডার মধ্যে কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

এ সময় কতটি পদে কয়জনকে এবং কাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে সিন্ডিকেট সদস্যরা বিষয়টি জানতে চাইলে ভিসি অনেকটা গোপনীয়তা ও লুকোচুরি পন্থা অবলম্বন করেন।

তিনি আরো বলেন, তিনজন সদস্য ওই নিয়োগের সিদ্ধান্তে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিলে তা উপেক্ষা করেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর এমএ বারী যায়যায়দিনকে জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছতার ভিত্তিতে করা হয়েছে। এখানে কারো মনোরঞ্জন করতে না পারায় এই অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটিয়েছে তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুস সোবহানের সঙ্গে মুঠোফোনে কয়েকবার যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত ২০১১ সালের ২৭ নভেম্বর ১০৩ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয় প্রশাসন। এ নিয়ে ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান ভিসি প্রফেসর এম আবদুস সোবহানের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন এ পর্যন্ত দলীয় বিবেচনায় ৩৫টি বিভাগে প্রায় পৌনে ৩০০ জন শিক্ষক ও ২৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়।